মতামত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়

মতামত
মতামত
মতামত
মতামত

বৈপরীত্য ও স্ববিরোধিতায় পূর্ণ বাংলাদেশ

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

বাংলাদেশ সম্পর্কে অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিই বলেছেন, এ ভূখন্ড নানা বৈচিত্র্য, বৈপরীত্য ও স্ববিরোধিতায় পূর্ণ দেশ। আমরা যা বলি তা নিজেরাই বিশ্বাস করি না। যা করি তা কেন করি বুঝি না। আমরা এক টাকার জন্য মানুষকে হত্যা করতে দ্বিধা করি না। বিনা কারণেও হত্যা করি, যা সাম্প্রতিক কালে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। আমরা রাজনীতিতে ফায়দা লোটার জন্য লাশ দেখতে চাই। রাজপথে রক্ত ঝরানোর কারণ সৃষ্টি করে মানুষের মাঝে আবেগ সৃষ্টি করি, যাতে এ আবেগকে ক্ষমতায় যাওয়ার পুঁজি হিসেবে কাজে লাগাতে পারি। মহান ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতিধন্য ফেব্রুয়ারি মাস। সে আন্দোলনকে কেন্দ্র করে একে একে নানা সংগ্রাম হয়েছে- স্বায়ত্তশাসন, ছয় দফা এবং অবশেষে স্বাধীনতার সংগ্রাম। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের বিজয় গন্ডিবদ্ধ হয়ে আছে একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদমিনারে ফুল দেয়া ও বাংলা একাডেমী আয়োজিত সাম্বাৎসরিক বইমেলার মধ্যে। গত ১০ বছরের হিসাবে দেখা যায়, বইমেলাকে কেন্দ্র করে এক মাসে গড়ে সাড়ে তিন হাজার করে সৃজনশীল (!) বই প্রকাশিত হয়েছে। পুরনো প্রতিষ্ঠিত লেখকেরাই মূলত বইমেলা মাতিয়ে রাখেন। তাদের প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা, বিক্রির পরিমাণ বরাবর অধিক থাকে। নতুন লেখকেরা উৎসাহের সাথে বই প্রকাশ করেন কিন্তু তাদের বই খুব কমই কেনেন বইপ্রেমীরা। ফলে তাদের উৎসাহে ভাটা পড়ে। বাংলা একাডেমী ‘তরুণ লেখক প্রকল্প’ নামে লেখক সৃষ্টির একটি হাস্যকর ও অভিনব উদ্যোগ নিয়েছিল। তাদের সেই প্রকল্প থেকে কতজন ভালো লেখক সৃষ্টি হয়েছে তা নিয়ে গবেষণা করার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের যারা স্মরণীয়-বরণীয় লেখক রয়েছেন তাদের কে কবে কোন পাঠশালায় গিয়ে লেখাজোখার তালিম নিয়েছিলেন? কারো প্রতিভা থাকলে তার স্ফূরণের জন্য তালিমের প্রয়োজন হয় না। প্রতিভা ভেতরগত ব্যাপার, যা জোর করে বের করা যায় না। প্রকল্প গ্রহণ করে লেখক সৃষ্টি তো দূরের কথা, সেরা লেখকদের শিষ্যত্ব বরণ করেও কেউ গুরুর পর্যায়ে উন্নীত হতে পেরেছেন এমন দৃষ্টান্ত বিরল।

যার মাঝে সাহিত্য সৃষ্টির প্রতিভা রয়েছে তার হৃদয়ে প্রতিভার সেই আগুন জ্বলবে, এটাই স্বতঃসিদ্ধ। জোর করে কারো মাঝে প্রতিভার অনুপ্রবেশ ঘটানো সম্ভব হয়েছে- এমনটি শোনা যায়নি। সাহিত্যপ্রতিভা অর্জন বিভিন্ন ধর্মের গুরু-শিষ্য বা পীর-মুরিদির মতো ব্যাপার নয় যে, আধ্যাত্মিক কিছু লাভ সম্ভব। বলা হয়ে থাকে, যাদের কোনো গুরু বা পীর নেই, তাদের পক্ষে কখনো উপলব্ধি করা সম্ভব নয় যে শিষ্যদের কাছে তারা কী? শিষ্যের কাছে তারা বাবা-মায়ের চেয়ে অধিক। একজন শিষ্য তার জন্মদাতা পিতার চেয়ে গুরুকে অধিক শ্রদ্ধা করে, মায়ের চেয়ে বেশি নিবেদিত থাকে গুরুর প্রতি। গুরু বা পীর শিষ্যের কাছে পৃথিবীতে স্রষ্টার প্রতিচ্ছবি। এটি কতটুকু ধর্মসম্মত তা বিতর্কের ব্যাপার। কিন্তু শিষ্যত্ব গ্রহণ করে কিংবা ‘অধিক খাদ্য ফলাও’-এর মতো ‘লেখক সৃষ্টি প্রকল্প’ যে কোনো সুফল বয়ে আনতে পারে না, তা নিশ্চিত বলা যায়।

ভিন্নভাবেই আলোচনার শুরু করেছিলাম। ফেব্রুয়ারি মাস শুরুর কারণে একটু দিকভ্রান্ত হওয়াকে পাঠক আশা করি ক্ষমাশীল দৃষ্টিতে দেখবেন। নানা বৈপরীত্য ও স্ববিরোধিতা সত্ত্বেও একজন বাস্তববাদী মানুষ হিসেবে বিশ্বাস করি, বাংলাদেশ যুগপৎ শান্তি ও সঙ্ঘাত, ঘৃণা ও নানা আবেগের দেশ। আমরা আমাদের জীবনের পুরোটা সময়ও যদি দেশে কাটিয়ে দিই তা হলেও আমাদের পক্ষে মানুষের মনের অলিগলিতে যে জটিলতা, তা উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না। আমরা নিজেদের ভালোবাসতে শিখিনি, বিশ্ব কী করে আমাদের ভালোবাসবে? তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে একটি স্বাধীন্তসার্বভৌম ভূখন্ড, যার একটি পতাকা আছে, যা বিশ্বের সর্বত্র উড্ডীন ও বাতাসে আন্দোলিত হয়ে বিশ্ববাসীকে জানান দেয় বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা।

বাংলাদেশের মানুষ দরিদ্র, দেশটি বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর একটি এবং জনগণের এই দারিদ্র্যের পেছনে যে প্রশাসনের সর্বগ্রাসী দুর্নীতি প্রধান একটি কারণ, তা বিগত এক যুগে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে পুনঃপুন বাংলাদেশের শীর্ষস'ান দখল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে পদ্মা সেতু প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার আগেই দুর্নীতির কারণে বিশ্বব্যাংক, যে প্রতিষ্ঠানটি সেতু প্রকল্পের মোট ব্যয়ের সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তারা তাদের অর্থছাড় স'গিত করেছে। এর ফলে সরকার যে সময়ের মধ্যে পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্পন্ন করবে বলে ঢাকঢোল পেটাতে শুরু করেছিল তা অসম্ভব হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে প্রধানমন্ত্রীসহ তার চামচাদের মুখের তুবড়ি ছোটানো বন্ধ হয়নি। সমানতালে তারা বলে চলেছেন, বিশ্বব্যাংক অর্থ দিক আর না দিক সেতু নির্মাণ হবেই। দুর্নীতির সাথে যারা জড়তি বলে বিশ্বব্যাংকের সন্দেহ, তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করলেও একটা যুক্তি দেখাতে পারত সরকার কিন্তু এর আশপাশ দিয়ে যায়নি সরকার। কারণ সামনে নির্বাচন। এখন কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে গেলে নির্বাচনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে। অতএব কণ্ঠে যত জোর দিয়েই সরকার দুর্নীতির ঘটনা অস্বীকার করুক না কেন, এ নিয়ে বেশি ঘাঁটতে চায় না সরকার।

আমরা উচ্চকণ্ঠ। বিশ্বের কোনো শক্তি নেই যে, যুক্তি দিয়ে আমাদের কণ্ঠ রোধ করতে পারে। আমরা নিজেরা মাইকে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে নিরপরাধ মানুষকে পিটিয়ে হত্যা করি, মৃতদেহের ওপর নর্তন্তকুর্দন করি। সেই একই আমরা ভারতের বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশের যুবক হাবিবুরকে নগ্ন করে প্রহারের ভিডিওচিত্র দেখে সহ্য করতে পারি না এবং প্রতিবাদে সোচ্চার হই। গত ২৯ জানুয়ারি পুলিশ চাঁদপুরে গুলি করে হত্যার পর এক যুবককে নগ্ন করে ভ্যানে তুলছে এবং ৩০ জানুয়ারি রাজশাহীতে আরেক যুবককে হত্যার পর দু’জন পুলিশ সদস্য রাস্তা দিয়ে টেন্তেহিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে, কই কোনো ‘বীর’ বাঙালিকে তো এগিয়ে গিয়ে এর প্রতিবাদ করতে দেখা গেল না? আসলে আমরা মনে মনে বীর, বীরত্ব দেখানোর যখন সময় আসে তখন আমাদের আর দৃশ্যপটে দেখা যায় না। এর পরও আমরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দ্বারা ‘ক্রসফায়ার’, ‘এনকাউন্টার’, গুম ও খুন অর্থাৎ বিচারবহির্ভূত য়েকানো হত্যাকান্ডের নিন্দা করে তাদের দ্বারা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন হচ্ছে বলে দাবি করি। আবার আমরা নিজেরাই যখন আইন হাতে তুলে নিয়ে হত্যাকান্ড ঘটাই, তখন এর যৌক্তিকতা আবিষ্কার করতে দ্বিধা করি না।

এসব বৈপরীত্য সত্ত্বেও বাংলাদেশ নিয়ে আমি অহঙ্কার করি, কারণ এটিই আমার একমাত্র ভূখন্ড, যেখানে চিরনিদ্রায় শাযতি আছেন আমার সব আবেগের উৎস আমার মা এবং আমার জন্মদাতা পিতাসহ পূর্বপুরুষেরা। আমিও তাদের পাশে শান্তির শেষ আশ্রয় পেতে চাই। নানা প্রতিকূলতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জনসংখ্যার আধিক্য এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও দেশবাসী তাদের শ্রম ও মেধা দিয়ে প্রমাণ করেছে, বাংলাদেশ অমিত সম্ভাবনার দেশ। সদিচ্ছা থাকলে এখানে সমৃদ্ধিসাধন অসাধ্য কিছু নয়। কিন্তু বাংলাদেশকে নিয়ে আমার দুঃখবোধও আছে। প্রথমত, সম্ভাবনাগুলোকে কাজে লাগাতে না পারা, আর এ কারণে যদি দেশের রজনীতিবিদদের দোষারোপ করা হয় তাহলে বোধ হয় খুব বাড়িয়ে বলা হবে না। তারা দেশকে কতটুকু ভালোবাসেন আর ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য কতটা ছলাকলার আশ্রয় নেন, তা দেশবাসীর না বোঝার কথা নয়। তারা ক্ষমতায় না থাকলে গণতন্ত্রের কথা বলেন, আবার ক্ষমতায় গিয়েই স্বৈরাচারী আচরণ শুরু করেন এবং সবাইকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হতে, আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে নসিহত করেন। ‘আপনি আচরি ধর্ম পরকে শেখাও’, এই আপ্তবাক্যটি তারা বেমালুম ভুলে যান। এটিই আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

অবস'াদৃষ্টে কখনো কখনো মনে হয়, আমাদের দেশটি নেতৃত্বশূন্য। যাদের আমরা নেতা বা নেত্রী মনে করি তারা অদৃশ্য কোনো সুতার টানে চলেন; কারো ইশারায় কাজ করেন। তা না হলে ক্ষমতায় যাওয়ার আগে ও পরে তাদের কথা ও কাজে এত গরমিল হয় কী করে? এমনকি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তো বহু ক্ষেত্রে এমন সব কথাবার্তা বলেছেন, যা পরে সাংবাদিকেরা ব্যাখ্যা চাইলে পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন। তারই স্বপ্নের ডিজিটাল বাংলাদেশে তার আগের বক্তব্যের ভিডিও প্রদর্শন করা কঠিন কোনো কাজ নয়, কিন্তু পরিণতি বিবেচনা করে কেউ এমন দুঃসাহস দেখান না। অথচ এটা নৈতিকতার প্রশ্ন। মাস কয়েক আগে যুক্তরাষ্ট্রের এক কংগ্রেসম্যানের বিরুদ্ধে এক মেয়ে অভিযোগ তুলল যে, কংগ্রেসম্যান তার ফেসবুকে অশীল কিছু ছবি পোস্ট করেছেন। অভিযোগ ওঠার অল্প ক’দিন পরই কংগ্রেসম্যান নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধ স্বীকার করে পদত্যাগ করলেন। কিন্তু আমাদের নেতানেত্রীদের এই বোধ কস্মিনকালেও আসবে বলে আমি মনে করি না। তাদের কেউ কেউ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় শেষে জায়নামাজে বসেও যদি কারো সর্বনাশসাধনের চিন্তা করেন, তাতেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। সে কারণে মাঝে মাঝেই মনে হয় যে, আমাদের দেশটি কোনো সরকার বা নেতানেত্রী দ্বারা নয়, অতি প্রাকৃতিক কোনো শক্তি দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে। যাদের সরকারের শীর্ষ পদে দেখি তাদের ভূমিকা হলো অসার কথাবার্তা বলা, বিরোধী দলকে আক্রমণ করা। তারা অফিসে গিয়ে ফাইল ওয়ার্ক করেন, কোথাও গিয়ে ফিতা কাটেন। এখন আল্লাহর ইচ্ছায় সব দলেরই জিয়ারত করার মতো, মাসে চান্দে ফুল দেয়ার মতো কিছু মাজার হয়ে গেছে। তারা সেখানে যান, কোথাও ফিতা কাটেন, সন্ধ্যায় হোটেলগুলোতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপাদেয় খাদ্য গ্রহণ করে সরকারি বাড়িতে ফিরে সুখনিদ্রা যাচ্ছেন। পুরো দিনের কর্মসূচিতে দেশ কোথায়?

বাংলাদেশের মানুষ মহৎ ব্যক্তিদের সব হিতোপদেশ বিস্মৃত হয়েছে। কিন্তু বিস্ময়করভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তাদের মাঝে দারুণভাবে কাজ করে। এ চেতনা থাকা আবশ্যক এবং অতি জরুরি। কিন্তু এ চেতনা দুষ্ট কারো প্ররোচনায় সহিংস রূপ নিলে তা জাতিবিদ্বেষী ও দেশবিধ্বংসী হতে পারে এবং সে আলামত এখন সুস্পষ্ট। রাজনৈতিক গন্ডি ছেড়ে সহিংসতা সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেন এক একটি রণক্ষেত্র। কেউ আর কোনো কিছুর ফলাফল বা পরিণতি বিবেচনা করে না। তাৎক্ষণিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা এবং উত্তেজনা প্রশমনের জন্য খুন্তজখম করা যেন কোনো ব্যাপারই নয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে অজ্ঞাত কারণে ‘পবিত্র’ বলা হয়। এই পবিত্র স'ানগুলোতে যে হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়ে থাকে কোনো নিষিদ্ধপল্লী বা ধাঙ্গরপট্টিতেও তা ঘটে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম হত্যাকান্ড ঘটেছিল ১৯৪৩ সালে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত পাশ্চাত্যের এই অক্সফোর্ডে (?) ৮২ জন ছাত্রকে হত্যা করা হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এ যাবৎ নিহত হয়েছেন ৬১ জন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিহতের সংখ্যা ৯। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের হত্যাকান্ডের পরিসংখ্যান না পাওয়ায় পাঠকদের পুরো চিত্র দিতে না পারায় দুঃখিত। আশা করি, সে পরিসংখ্যানও সামনে দিতে পারব। হত্যা করাটা ক্রমেই আমাদের নেশায় পরিণত হচ্ছে। বিড়ি-সিগারেটের পর মদ, গাঁজা, ফেনসিডিল সেবন এক ধরনের নেশা এবং নেশার কারণে পুলিশ কাউকে আটক করলে নেশা ছুটে যাওয়ার পর অসি'রতা শুরু করলে হয় ছেড়ে দেয় অথবা নেশাদ্রব্য সরবরাহ করে বশে আনে। হত্যার বিচার না হওয়ায় তেমনি ক’দিন পর এটিকে আর অপরাধ বিবেচনা করা হবে না এবং পুলিশ আটক করে নেশাখোরদের মতো হয় ওদের ছেড়ে দেবে অথবা হত্যার শিকার এনে দেবে। কারণ ঘাতকেরা ক্ষমতাসীন দলের হলে অভিযুক্ত আদালতের কাঠগড়া পর্যন্ত পৌঁছবে না এবং বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়ে দন্ড লাভ করলেও অনায়াসে রাষ্ট্রপতির উদারতায় ক্ষমা পেয়ে যাবে। এরাই এক সময় দেশের জাঁদরেল নেতায় পরিণত হবে।

SUBSCRIPTION FORM

সাপ্তাহিক EUROBANGLA ইউরোবাংলা

ডাকযোগে পেতে হলে ফরমটি পূরণ করে ‘Euro Bangla’ নামে চেক অথবা পোস্টাল অর্ডার আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

Name: ....

Address: ....

....

.............................Post Code ....

Telephone:..

মেয়াদ	যুক্তরাজ্য	ইউরোপ	অন্যদেশ	বেসরকারী সংস্থা	সরকারী সংস্থা
ছয়মাস	২৫ পাউন্ড	৫০ পাউন্ড	৫৫ পাউন্ড	৪৫ পাউন্ড	৫৫ পাউন্ড
বার্ষিক	৪৫ পাউন্ড	৭০ পাউন্ড	৭৫ পাউন্ড	৭০ পাউন্ড	৮৫ পাউন্ড

৬ মাস / এক বছরের / গ্রাহক হওয়ার চাঁদা পাঠালাম

Euro Bangla
Circulation Section
117 Whitechapel Road
London E1 1DT UK

D.R: ...., F.I.:...................., L.I.:........................